এসএসএফ এর ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

১৫ জুন ২০১৩ রোজ শনিবার, আইসিসি শাপলা সম্মেলন কক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের মহাপরিচালক ও সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি সবসময় একটি আধুনিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্বপ্ন দেখতেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই বাহিনীর সদস্যরা ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তার দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। এই বাহিনীর আনুগত্য, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা প্রশংসনীয়। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও এসএসএফ সদস্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে।

বিদেশ থেকে আগত ভিভিআইপি'র নিরাপত্তা বিধানেও এই বাহিনীর সদস্যরা পেশাদারিত্বের জন্য সমাদৃত হয়েছে। আমি আশা করবো, এই বাহিনীর সদস্যরা ভবিষ্যতেও নির্ভরতার সাথে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের ১৯৯৬ থেকে ২০০১ মেয়াদকালে এসএসএফ এর প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে অত্যাধুনিক নিজস্ব ফায়ারিং রেঞ্জ করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে। এবারে ক্ষমতায় আসার পর আবাসন ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করি। আমি আশা করি এতে তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান হয়েছে। এসব সুযোগ-সুবিধা আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিশ্বে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ধরণ ও কৌশল পাল্টেছে। প্রযুক্তির বিকাশের কারণে সন্ত্রাসীরা বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে অপতৎপরতা চালাতে পারে। বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ নূতন মাত্রা পেয়েছে। তাই আমরা এসএসএফ এর দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নিয়েছি। এ বাহিনীর কর্মকান্ড পরিচালনায় ডিজিটাল প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়েছি। যাতে তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে। এগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সদস্যদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সময়ে এই বাহিনীর ১৭৩ জন সদস্য ভারত, গণচীন, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। নারীর ক্ষমতায়নের অরেকটি মাইল ফলক হিসেবে মেয়েদের সশস্ত্রবাহিনীতে যোগদানের সূচনা করে আওয়ামী লীগ সরকারই। তারা ছেলেদের পাশাপাশি পেশাগত কাজে অন্যান্য দায়িত্বের ন্যায় প্ররক্ষা কাজেও অত্যন্ত ভাল করছে।

আমার বিশ্বাস কঠোর অনুশীলন, অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে তোমরা তোমাদের প্ররক্ষা কর্মকান্ড আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখতেন একদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানার্জনের জন্য আসবেন। সে লক্ষ্যে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিলিটারী ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইত্যাদি উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এখন এসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশ থেকে অনেক প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিতে আসছেন। এই ধারাবাহিকতায় এসএসএফ এর প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে ভিভিআইপি নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোর্সে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামরিক সদস্যবৃন্দ প্রশিক্ষিত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ২০১১ সালে এসএসএফ কর্তৃক ১৬জন প্যালেষ্টাইনী নিরাপত্তা কর্মী সফলভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ‘ব্যালেন্স বাফেলো' নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এসএসএফ-এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ চত্বরে অনুষ্ঠিত যৌথ প্রশিক্ষণ অফিসারদের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধকে আরও উন্নত করেছে।

এসএসএফ এর সদস্যবৃন্দ,

পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি তোমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, উন্নত শৃঙ্খলা, সততা, দায়িত্বশীলতা এবং মানবিক গুণাবলীর বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার জন্য সকল সহযোগী সংস্থার সাথে সুসম্পর্ক, নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রাখা প্রয়োজন। একই সাথে ভিআইপিদের জনসংযোগের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।

সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে, ‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের প্রতিটি কার্যক্রম জনকল্যাণে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়। জনবিচ্ছিন্ন থেকে জনসেবা নিশ্চিত করা যায় না।

জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। তোমাদের কোন আচরণে মানুষ যেন কষ্ট না পায় সে দিকে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখবে। সকল দর্শনার্থীর সম্মান সমুন্নত রাখায় সচেষ্ট থাকবে।

তোমাদের দায়িত্ব এবং জনপ্রত্যাশা এ দুইয়ের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় করতে হবে। জনগণ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে নয় বরং জনসম্পৃক্ততা রেখেই পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করাতেই তোমাদের সার্থকতা।

সুধিমন্ডলী,

পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি তোমাদের প্রত্যেকেরই সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব আছে। এসএসএফ সদস্যরা কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তাদের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনেও অত্যন্ত যত্মবান জেনে আমি নিশ্চিন্ত। সামাজিক আদান-প্রদান পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়ায়। গত বছরে এসএসএফ-এর সদস্য ও সন্তানদের অংশগ্রহণে গণভবনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই উপভোগ্য। এ ধরণের উদ্যোগ শিশুদের  বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের সংস্কৃতিবান করে তোলে।

আমি আশা করি, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তোমরা পরিবারের প্রতি আরো যত্নশীল হবে। কারণ, তোমাদের সাফল্যের পিছনে পরিবারের সদস্যদের যথেষ্ট সহযোগিতা রয়েছে।

প্রিয় সুধী,

নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার কাজে এ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এজন্য অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তোমরা নিজেকে প্রস্ত্তত রাখো। ভিভিআইপির চলাচল, অনুষ্ঠানস্থল, কর্মস্থল ও বাসভবনের নিরাপত্তা বিধানে অদৃশ্যমান আগাম বহুবিধ প্রস্ত্ততি তোমাদের নিতে হয়। সকল অনুষ্ঠানস্থলে অগ্রবর্তীভাবে অনেকপূর্ব থেকেই নিরাপত্তার খুঁটিনাটি নিশ্চিত করতে হয়। তোমাদের যোগ্যতা, অফুরান প্রাণশক্তি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আনুগত্যের জন্যই এসব অনায়াসে করা সম্ভব হয়। এজন্য আমি আমার পরিবারের অন্তর্ভূক্ত মনে করে তোমাদের জন্য প্রতিদিনই নামাযের পর দোয়া করি। মহান আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।

আমার ভাই শহীদ লেফটেন্যান্ট শেখ কামাল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিয়মিত বাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় ভাই শহীদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ১৯৭৫ সালে রয়েল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্সট্‌স থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শেষে কমিশন লাভ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ছোট ভাই রাসেলের ইচ্ছা ছিল সে বড় হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। সে সেনাবাহিনীর সুশৃঙ্খল কার্যক্রম দেখে অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ঘাতকের নির্মম বুলেট তার ছোট্ট বুক মাত্র দশ বছর বয়সেই বিদীর্ণ করে। আমি তোমাদের মাঝে আমার ভাইদেরই প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই।

সুধিবৃন্দ,

আমি বিশ্বাস করি, সুযোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক দিক নির্দেশনা এবং এ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের পেশাগত নিষ্ঠা, শ্রম ও আন্তরিকতার মাধ্যমে এসএসএফ এর উত্তরোত্তর উন্নতি অব্যাহত থাকবে। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য, আন্তরিকতা এবং পেশাগত মান বিচারে এই বাহিনী সকলের জন্য হয়ে উঠুক এক অনন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত - ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভলগ্নে এই কামনা করি।

পরিশেষে, তোমাদের ও তোমাদের পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য, সুখী, সুন্দর, কল্যাণময় জীবন কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।